৪৮

প্রথম আলো

AUG. 07 2006

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

কালাইয়ে স্বাক্ষর জাল কর
দুই মাদ্রাসাশিক্ষক নিয়োগ

লাই (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি

পুরহাটের কালাইয়ে স্বাক্ষর জাল করে মাদ্রাসায়
ন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা ফাঁস
ছে। মাদ্রাসা সুপার নিজেই উপজেলা নির্বাহী
কর্তা (ইউএনও), নিয়োগ কমিটির সদস্য ও
লা শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে দুই
ক্ষকের নিয়োগ দেখিয়ে এমপিওভুক্তির জন্য
্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে কাগজপত্র জমা
। কিন্তু পরে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও
জেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা
ছ, উপজেলার পাঁচগ্রাম জান্নাতুল নূরী দাখিল
াসার গণিত, জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও
পউটার বিষয়ে একজন করে সহকারী শিক্ষক
য়াগের জন্য ২০০৫ সালের মার্চ মাসে
বদনপত্র আহ্বান করা হয়। পরে গণিতে
জন, জীববিজ্ঞানে তিনজন, কৃষিবিজ্ঞানে
জন ও কম্পিউটার বিষয়ে ছয়জন প্রার্থী
দন করেন।

তৎকালীন কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
এনও) প্রণব কুমার রায়কে সভাপতি করে
ড ওই নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়। ওই
টিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মকর্তা
ল এলাহী, শিক্ষা অধিদপ্তরের
পরিচালকের প্রতিনিধি হিসেবে জয়পুরহাট
দও বাজলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী
। শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, হাতিয়র ফাজিল
সার অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলামসহ ওই মাদ্রাসা
টির দুজন সদস্য ও সুপারকে রাখা হয়।

নিয়োগ কমিটি ওই বছরের ১৮ মার্চ
নওর কার্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষা নেয়।
ায় গণিত বিষয়ে হাবিবুর রহমান মণ্ডল
যজনক ফলাফল করায় তাকে নিয়োগ
ার সিদ্ধান্ত হয়।

বাকি বিষয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য
। দরখাস্ত আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। গত

২০ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের আদেশ দিয়ে নিবন্ধন পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এতে গণিত ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও তৎকালীন ইউএনওসহ নিয়োগ কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে ওই মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আনোয়ার হোসেন কম্পিউটার ও কৃষি বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে দুজন প্রার্থীকে নিয়োগ দেখান।

ওই সুপার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে জাহানারা বেগমকে এবং সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে সিরাজুল ইসলামকে নিয়োগ দেখিয়ে ওই বছরের ১০ নভেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে কাগজপত্র দাখিল করেন। আর এমপিওভুক্তির কাগজপত্র দাখিলের সময় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সুপারিশপত্র প্রয়োজন হওয়ায় ওই সুপার তৎকালীন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে তার অফিসের ২৩ মার্চের একটি ভুয়া অফিস আদেশ তৈরি করে তা ওই দুই শিক্ষকের এমপিওর কাগজপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে জমা দেন। পরে জেলা শিক্ষা অফিস তাদের অফিসের ভুয়া আদেশের কথা জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটি জালিয়াতির ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়।

মাদ্রাসা সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমার যা বলার তদন্ত কমিটির কাছে বলেছি। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের কিছু বলতে পারব না।'

কালাই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলে এলাহী বলেন, 'তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে নিয়োগ কমিটির স্বাক্ষর জাল করে ওই মাদ্রাসায় দুজন শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে সুপার এসংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র দেখাতে রাজি হননি।'

তৎকালীন ইউএনও প্রণব কুমার রায় বলেন, ওই মাদ্রাসার কম্পিউটার ও কৃষি শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত কোনো কাগজপত্রে তিনি স্বাক্ষর

করেননি। তিনি বলেন, গত ২০ মার্চ
মন্ত্রণালয় নিয়োগ বন্ধের ঘোষণা দিলে
মাদ্রাসায় আর কোনো শিক্ষক নিয়োগ (
যায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'তার স্বাক্ষর
করা হলে তিনি মামলা করবেন।'

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইব
খলিলুল্লাহ বলেন, 'তদন্তে প্রমাণ পাওয়া
সুপার আনোয়ার হোসেন নিয়োগ কমিটি ও
শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে
তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার
মহাপরিচালকের কাছে লিখিত অনুরোধ জা
হবে